দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 19 AUG 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

এইচএসসির ফলের খবর

১৩ বছর পর বিষয়ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বর

প্রতিটি বিষয়ের আলাদা নাম্বার জানার সুযোগ এবার পাচ্ছেন গ্রেড পয়েন্টের ভিত্তিতে ফল পাওয়া উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা। গ্রেডিং পদ্ধতির পর বোর্ডস্ট্যান্ড করা মেধাবী আর স্টারমার্কস পাওয়া শিক্ষার্থীদের তালিকা করা হয়নি দীর্ঘদিন। আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির সভাপতি অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান গতকাল সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের ওয়েবসাইটে শিক্ষার্থীরা রচনামূলক, এমসিকিউ ও ব্যবহারিকের নাম্বার দেখতে পাবেন। তারা ডাউনলোডও করতে পারবেন।

১৩ বছর আগে ৫ ভিত্তিক গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা এতদিন কেবল তাদের বিষয়ভিত্তিক প্রাপ্ত গ্রেড জানতে পারতেন, নাম্বার নয়।

অধ্যাপক মাহবুবুর জানান, ওয়েবসাইটে বিস্তারিত নাম্বার প্রকাশ করা হলেও অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টে প্রতি বিষয়ের জিপিএর সঙ্গে কেবল মোট নম্বর থাকবে। স্থানের অভাবে সেখানে রচনামূলক, এমসিকিউ, ব্যবহারিক নাম্বার বা একই বিষয়ে দুটি পত্রের আলাদা নাম্বার থাকবে না।

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় এবার ৭৪ দশমিক ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছেন, জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৫৮ হাজার ২৭৬ জন।

এসএসসি পরীক্ষায় মোট নাম্বারভিত্তিক সনাতন পদ্ধতি বাতিল করে ২০০১ সাল থেকে জিপিএ পদ্ধতিতে ফল প্রকাশ শুরু হয়। এইচএসসিতে জিপিএ পদ্ধতিতে ফল দেওয়া শুরু হয় ২০০৩ সাল থেকে।

কারিগরি বোর্ডে জিপিএ-৫ বেড়েছে

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে এবার জিপিএ-৫প্রাপ্তির সংখ্যা বেড়েছে। এ শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার এক লাখ ২ হাজার ২৪৮ পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে পাস করেন ৮৬ হাজার ৪৬৯ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৬ হাজার ৫৮৭ জন। যা গত বছর ছিল ৬ হাজার ৪৩০ জন। জিপিএ-৫ বেড়েছে ১৫৭ জন। গতকাল বৃহস্পতিবার সারা দেশের সব শিক্ষা বোর্ডের সঙ্গে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ফলও প্রকাশ করা হয়। বিশ্লেষণে দেখা যায়, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে এবার গত বছরের চেয়ে পরীক্ষার্থী বেড়েছে ৩ হাজার ৯৫২ জন।

১২ ক্যাডেট কলেজের সবাই পাস

দেশের ১২টি ক্যাডেট কলেজ থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া সব শিক্ষার্থী পাস করেছেন। জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৫৮০ জন। গতকাল আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১২টি ক্যাডেট কলেজ থেকে এবার ৬০১ জন পরীক্ষা দিয়েছেন।

ফৌজদারহাট, ঝিনাইদহ, মির্জাপুর, সিলেট, বরিশাল, পাবনা এবং ময়মনসিংহ ও জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজের সব পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছেন। কুমিল্লার ১২ জন, ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজের সাত এবং রাজশাহী ও রংপুর ক্যাডেট কলেজের একজন করে শিক্ষার্থী পূর্ণাঙ্গ জিপিএ পাননি।

ভিকারুননিসায় পাসের হার ৯৯.৩৮ শতাংশ

ভিকারুননিসা কলেজে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৯৯ দশমিক ৪৩ শতাংশ। গতবার যা ছিল ৯৯ দশমিক ৩৮ শতাংশ। বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসা শিক্ষা বিভাগ মিলে মোট জিপিএ-৫ পেয়েছেন এক হাজার ১৪০ শিক্ষার্থী। গত বছরের তুলনায় পাসের হার বাড়ার পাশাপাশি ২০৭ শিক্ষার্থী বেশি জিপিএ-৫ পেয়েছেন। গত কয়েক বছরের তুলনায় এবার সব দিক থেকে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ফল ভালো হয়েছে উল্লেখ করে কলেজের অধ্যক্ষ মোছা. সুফিয়া খাতুন দাবি করেন তালিকা লিস্ট থাকলে এক নম্বরে ভিকারুননিসা হতো। আমাদের কলেজের ফল যে কোনো সময়ের তুলনায় ভালো হয়েছে। গতবারের তুলনায় এবার জিপিএ-৫ বেশি এসেছে। এই কলেজ থেকে এবার মোট ১ হাজার ৫৬৮ পরীক্ষার্থী অংশ নেন। এর মধ্যে পাস করেন ১ হাজার ৫৫৯ শিক্ষার্থী। জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ হাজার ১৪০ জন।

নটর ডেম কলেজে পাসের হার ৯৭.৯৫ শতাংশ

চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় রাজধানীর নটর ডেম কলেজের পাসের হার ৯৭.৯৫ শতাংশ। এ বছর প্রতিষ্ঠানটিতে মোট ২ হাজার ৬২৮ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেন ২ হাজার ৫৭২ জন। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ হাজার ৬৭১ জন, ফেল করেছেন ৫৬ জন। তবে ফেলের সংখ্যা গতবারের থেকে এবার বেশি। গতবার ফেল করেছিলেন ৩৩ জন। মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২ হাজার ৫৬৫ জন।

কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও বলেন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের যৌথ প্রচেষ্টায় নটর ডেম কলেজ ভালো ফল করতে পেরেছে। এজন্য আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

হার না মানা ওরা ১৭ জন

প্রতিবন্ধিতা দমাতে পারেনি শামীম, রক্তিম ও জাকারিয়াদের। রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ঘোষিত ফলে এবার ১৯ প্রতিবন্ধীর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন ওরা ১৭ জন। যাদের মধ্যে নয়জনই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। এ ছাড়া আটজন শারীরিক প্রতিবন্ধীর সবাই পাস করেছেন। প্রতিবন্ধীদের মধ্যে মোল্লা আবু শামীম জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী এই কিশোর রাজশাহী বোর্ডের অধীন সিরাজগঞ্জ কালেক্টরেট কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেন। আরেক শারীরিক প্রতিবন্ধী বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন একাডেমি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী জাকারিয়া আরমান পেয়েছেন জিপিএ-৪ দশমিক ৯২। এ ছাড়া অন্য ছয় শারীরিক প্রতিবন্ধীও তুলনামূলক ভালো ফল করেছেন। যাদের মধ্যে নাটোরের নবাব সিরাজউদ্দৌলা সরকারি কলেজের রক্তিম সরকার ৪ দশমিক ৬৭, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল অ্যান্ড কলেজের হুসাইন মোহাম্মদ তালাল সিদ্দিকী ৪ দশমিক ৫০, নওগাঁর আত্তান মোল্লা কলেজের নৌজিস নিলয় ৪ দশমিক ০০, রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজের তাহেরাতুন নেসা ৩ দশমিক ৮৩, ভোলাহাট মহিলা কলেজের আফিয়া ইয়াসমিন ৩ দশমিক ৪২, সিরাজগঞ্জ পুলিশ লাইন্স কলেজের আক্কাস আলী গ্রেড ৩ পেয়েছেন। বিধি অনুযায়ী, তারা পরীক্ষায় নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ২০ মিনিট অতিরিক্ত সময় পেয়েছিলেন। বাকি নয় দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীর মধ্যে জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজের সুমাইয়া আক্তার মিতু ৪ দশমিক ৬৭, বিউটি মণ্ডল শাপলা ৪ দশমিক ৫০, পাবনার শহীদ বুলবুল সরকারি কলেজে মাসুদুর রহমান ৪ দশমিক ৪২ ও আমিনুল ইসলাম ৩ দশমিক ৪২, পাবনা কলেজের খোরশেদ আলম ৪ দশমিক ৩৩, সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া গাজালি কলেজের আলফাজউদ্দিন ৪ দশমিক ১৭, গোদাগাড়ী মহিলা কলেজের রেজিনা পারভীন ৩ দশমিক ৮৩, রাজশাহী কোর্ট কলেজের আলম ইসলাম ৩ দশমিক ৭৫, নাটোরের এনএস পাবনা কলেজের হাবিবুর রহমান ৩ দশমিক ৭৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন।